ক্যারিয়ার প্লানিং

সফল যারা,
ভিড়ের মাঝেও আলাদা তারা

লেখক ▶▶ মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন খান

সম্পাদনা ▶▶ মেজর খন্দকার সাইফুল ইসলাম, এ ই সি (অবঃ)

বানান ও ভাষারীতি ▶▶ মাকামে মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা ▶▶ শেখ নাসিম উদ্দিন

প্রচ্ছদ ▶▶ তামিমা সুলতানা

ক্যারিয়ার প্লানিং

সফল যারা,
ভিড়ের মাঝেও আলাদা তারা

মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন খান

ইলাননুর পাবলিকেশন

ক্যারিয়ার প্লানিং
মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন খান
সর্বস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল
শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি।
জুন ২০২০ ইংরেজি
জৈষ্ঠ্য ১৪২৭ বাংলা
ISBN: 978-984-94991-4-5

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। ধন্যবাদ।

‘Career planning: Shofol jara, vira ar maja o alada tara.’, the Bengali version of the book 'Career planning: by Mohammad Raihan Uddin Khan, published by ilannoor Publication of Bangladesh.

ইলাননুর পাবলিকেশন
দোকান নং ১২০, নিচতলা
৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৪-৬৬

উৎসর্গ

সামিন ওয়ানিয়া খান

আনাস আবদুল্লাহ খান

সুহা ওয়ানিয়া খান

তোমরা যখন বড় হবে, বইটি অনেক কাজে লাগবে।

ইলাননুর পাবলিকেশন

ওয়েব
www.ilannoor.com

ফেসবুক
facebook.com/ilannoorbd

মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Price: 250 BDT / USD : 05 $

যোগাযোগ

info.ilannoor@gmail.com

পরামর্শ

publication.ilannoor@gmail.com

সূচিপত্র

	প্রকাশকের কথা	১১
	ভূমিকা	১৬
১৯	**অধ্যায়-১**	
	চাকরি নয়, ক্যারিয়ার চাই	১৯
	সাবেক মন্ত্রী রিজওয়ান চৌধুরীর ইন্তেকাল	২২
	জীবন-স্বপ্ন নির্মাণের পদ্ধতিগত রূপ ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	২৫
	ক্যারিয়ার প্ল্যান-এর গুরুত্ব	২৭
	সুযোগের ক্যারিয়ারের সমস্যা	২৭
	পছন্দের ক্যারিয়ার-এ সুবিধা	৩১
	অধীন ক্যারিয়ার	৩১
	স্বাধীন ক্যারিয়ার	৩১
	ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এর সমস্যা	৩৪
	ক্যারিয়ার বাছাইয়ের প্রচলিত পদ্ধতি	৩৪
৩৯	**অধ্যায়-২**	
	ক্যারিয়ার বাছাই যেমনটি হওয়া উচিত	৩৯
	মেধা	৪০
	মূল্যবোধ	৪২
	আগ্রহ	৪৩
	পরামর্শ গ্রহণ	৪৪
	মিরর অ্যাপ্রোচ	৪৬
	ক্যারিয়ার বাছাই এর জন্য অন্যতম উপাদান দক্ষতা যাচাই	৪৮
	ক্যারিয়ার বাছাই প্রক্রিয়া	৫০
	একটি নমুনা গল্প	৫৩
	ক্যারিয়ার নির্বাচন তত্ত্ব	৫৭
	ড. জন হল্যান্ড-এর ক্যারিয়ার তত্ত্ব	৫৭
	ছক **R (Realistic)**	৬৫
	ছক **A (Artistic)**	৬৬

	ছক I (Investigative)	৬৬
	ছক E (Enterprenrs)	৬৭
	ছক C (Conventional Career)	৬৭
	ক্যারিয়ার শ্রেণিকরণ	৬৯
৭১	**অধ্যায়-৩**	
	চাকরি সন্ধান	৭১
	গুপ্ত শ্রমবাজার ধারণা	৭৩
	গুপ্ত শ্রমবাজার সৃষ্টির কারণ	৭৪
	চাকরি: সোনার হরিণের খোঁজে	৭৬
	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি	৭৬
	চাকরির মধ্যস্থতাকারী (Recruiting Agency)	৭৮
	Speculative Letter	৭৯
	Reference	৮০
	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৮১
	চাকরি মেলা (**Job Fair**)	৮১
	ইন্টারনেট	৮১
৮৫	**অধ্যায়-৪**	
	ক্যারিয়ার তথা জীবন সাফল্যের পঞ্চসূত্র	৮৫
	প্রথম সূত্র	৮৫
	দ্বিতিয় সূত্র	৮৮
	তৃতীয় সূত্র	৯০
	A. Basic Skills	৯১
	B. Thinking Skills	৯২
	C. People Skills	৯৩
	D. Personal Qualities	৯৪
	চতুর্থ সূত্র	৯৫
	পঞ্চম সূত্র:	৯৮
১০১	**অধ্যায়-৫**	
	ক্যারিয়ার অ্যাকশন প্ল্যান	১০১
	নিচের ছকটি লক্ষ করুন	১০১

১০৫ **অধ্যায়-৬**
একটি সুন্দর কভার লেটারের জন্য যা প্রয়োজন ১০৫
একটি নমুনা কভার লেটার ১০৭

১০৯ **অধ্যায়-৭**
CV আপনার মার্কেটিং টুল ১০৯
শিরোনাম **(Heading)** ১১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা (**Educational Qualification**) ১১০
অভিজ্ঞতা (**Experience**) ১১০
পেশাগত অর্জন **(Professional Credentials)** ১১০
অন্যান্য যোগ্যতা ১১০
পেশাগত লক্ষ্য (**Career Objective**) ১১১

১১৭ **অধ্যায়-৮**
ইন্টারভিউতে যেভাবে সফল হবেন ১১৭

১২৩ **অধ্যায়-৯**
এমবিএ (**MBA**) করবেন কিনা? ১২৩

১২৫ **অধ্যায়-১০**
চাকরি সন্ধান: মাঝপথে হারিয়ে যাবেন না ১২৫
চাকরি সন্ধানকেও চাকরি মনে করুন ১২৫
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করুন ১২৬
'Career goal' ঠিক করুন ১২৬
সুস্থ থাকুন ১২৬
সহযোগী দল তৈরি করুন ১২৬
অভিজ্ঞতা অর্জন করুন ১২৭
শেষ কথা ১২৭

১২৯ **অধ্যায়-১১**
চাকরির প্রথম দিন ১২৯

১৩৩ **অধ্যায়-১২**
সব দিক গুছিয়ে নিন ১৩৩

১৩৫ **অধ্যায়-১৩**
ইসলাম ও ক্যারিয়ার ১৩৫

প্রকাশকের কথা

কর্মজীবনের প্রাক্কালে, চাকরি ও ব্যবসা পরিবর্তনের সময় সকলেই একটি আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হই, কী করব? কী করলে ভালো হবে? কোন পেশায় ও ব্যবসায় প্রাপ্তি বেশি? অথচ কোন পেশা আমার জন্য ভালো; এই প্রশ্নটি নিজেকে আমরা কমই করি। প্রাতিষ্ঠানিক, পারিবারিক, পরিচিতজন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোথাও আবেদন করি, নির্বাচনে টিকে যাই, কাজ শুরু করি—শুরু হয় পরিস্থিতি, সুযোগ কেন্দ্রিক ক্যারিয়ার। অথচ সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রত্যেককে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, কর্মদক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সে ধরনের কোনো কাজ পেশা, ক্যারিয়ার হিসেবে সজ্ঞানে নির্বাচন করে কর্মজীবন শুরু করলে সফলতা হয় সহজাত। পেশাকে কাজ মনে হয় না, একঘেয়েমি আসার প্রশ্নই আসে না। সর্বোপরি কাজকে কষ্টকর মনে হয় না। লেখক বইটিতে বিজ্ঞানের আলোকে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার উপায় তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। একইসাথে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাক্টিক্যাল টিপস-এ ভরপুর বইটি পাঠকের গাইড হতে পারে জীবনের এ পথ পরিক্রমায়।

> **"মনে রাখবেন, আপনার হৃদয় যেখানে আছে, সেখানে আপনার জন্য গুপ্তধন আছে। আপনাকে গুপ্তধন খুঁজতে হবে, যাতে আপনি যা-কিছু শিখেছেন, তা কাজে লাগাতে পারেন।"** --পাউলো কৌয়েলো, ব্রাজিলের গীতিকার ও সাহিত্যিক

চাকরি, ব্যবসা, কনসালটেন্সি, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি পেশায় আমরা যারা কাজ করি তারা মূলত বেশিরভাগই করি জীবনের তাগিদে টাকা উপার্জনের জন্য আবার কেউ-বা পদবি, সম্মানের জন্য। অন্য কথায় কাজ করি জীবিকা বা রিয্‌কের জন্য। আমাদের জীবনধারণের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তার সবই রিয্‌কের অংশ, যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: আয়ু, খাদ্য, নিরাপত্তা, পোশাক, বাসস্থান, পরিবার, সোনা, রুপা, গচ্ছিত সম্পদ, সূর্যের আলো, বিশ্রাম, ঘুম, বাহন, গৃহপালিত পশু, জমি, স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, সম্মান,

জ্ঞান, বৃষ্টি, পানি, শস্য, বাগান ইত্যাদি আল কুরআন: (২:২৮,২৩৩; ৩:১৪,২৬,২৭; ১১:৬; ২০:১১৪,৫০:৯; ২৬:৮০; ১০৬:৪)। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এগুলোর কতক আমাদের সবাইকে আর কতক কিছু মানুষকে কম-বেশি নির্দিষ্ট পরিমাণে না চাইতেই দিয়েছেন।

ইহকাল ও পরকালের জন্য আমাদের রিয্ক আল্লাহর পক্ষ থেকে বণ্টিত হয়। কম-বেশি করার মাধ্যমে মানুষকে এ দুনিয়াতে একে অপরের উপর নির্ভরশীল রেখেছেন; সময়, শ্রম, দক্ষতা, অর্থ, সম্মান ইত্যাদি কেউ ক্রয় আর কেউ বিক্রি করে। দুনিয়াতে এর কম-বেশি একদিকে নেয়ামত আর অন্যদিকে পরীক্ষা। কোনো নেয়ামত এ দুনিয়াতে কাউকে বেশি দিয়েছেন আর কারো জন্য বরাদ্দ বেশি ঐ দুনিয়ায়। রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কে পছন্দমতো বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হলে তিনি এ দুনিয়ার ঐশ্বর্য গ্রহণ করেননি। পরবর্তী সময়ে পারস্য বিজয়ের পর মদিনায় সম্পদের স্তূপ দেখে উমর (رضي الله تعالى عنه) আখেরাতে রিযিক কমে যাওয়ার শঙ্কায় অঝোরে কেঁদেছিলেন। দুনিয়ায় আপাতদৃষ্টিতে বণ্টন বৈষম্য মনে হলেও আল্লাহই তো সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়বিচারক।

রিয্ক কী নির্ধারণ না অর্জন? উত্তর হচ্ছে নির্ধারণ, সম্পূর্ণই তাঁর এখতিয়ার। তিনি যাকে ইচ্ছা কম বা বেশি দেন, কারো জন্য সংকীর্ণ আবার কারো জন্য প্রসারিত করেন। বনু ইসরাইল গোত্রের এক ব্যক্তি—কারুন—দম্ভ করেছিল সম্পদ তার অর্জন বলে; আল্লাহ (سبحانه وتعالى) মহিমান্বিত কুরআনে তার কঠিন পরিণতি উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে দুনিয়াতে যে নির্দিষ্ট রিয্ক দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর নির্ধারণের কম বা বেশি কেউ করতে পারবে না। যোগ্যতা সম্পদের মাপকাঠি না, শ্রমও না—অনেক যোগ্যব্যক্তি সম্পদহীন আবার অনেক কম কাজ করেও কেউ সম্পদশালী। রিয্ক যোগ্যতা ও শ্রমের সমানুপাতিক নয়; যা নির্ধারণ তা আসবেই, যা নির্ধারিত হয়নি তা কখনই আসবে না। আমাদের এখতিয়ার শুধু আমাদের জন্য যা বরাদ্দ রয়েছে তা আমরা কীভাবে—সৎপথে না অন্যায়পথে অর্জন করবো, এতটুকুই। যে শুধু এ দুনিয়ার চায়, সে কেবল এ দুনিয়াতেই পায়, পরের দুনিয়ার তার জন্য কিছুই থাকে না। আর যিনি উভয় দুনিয়াতেই চান, তিনি এ দুনিয়ায় একটি অংশ পাবেন এবং পরের দুনিয়ায় তাঁর রিয্ক বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

দুই ভাইয়ের এক ভাই দ্বীন শিক্ষায় রাসূলের (صلى الله عليه وسلم) নিকট নিবেদিত এবং আরেক ভাই আয়-উপার্জনের জন্য জমিনে কষ্ট করে। রাসূলের (صلى الله عليه) নিকট পরের ভাইটি অনুযোগ নিয়ে এলে, তিনি বললেন—এমনটি বলবে না, হয়তো তার জন্যই তোমাকে রিয্ক দেওয়া হয়। কাজেই, পরিবারের অনুপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের রিয্ক উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের আয়ের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তা বুঝি

না। বিয়ে করলে বউ তার রিয্ক নিয়েই আসবে, সন্তান হলে সেও তার রিয্ক নিয়েই দুনিয়াতে আসবে। পরিবারের কোনো সদস্য মারা গেলে, সে তার নির্ধারিত দুনিয়া রিয্ক নিঃশেষ করে চলে যাবে—সহজ ও সরল হিসাব।

তাহলে প্রশ্ন হলো, রিয্ক নির্ধারিত থাকলে কেন আমরা কাজ করব? কী কাজ করব? আসুন এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। ধ্যান-জ্ঞান আল্লাহর রিসালাত মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া—এ মহান দায়িত্বের পরও আল্লাহর (سبحانه وتعالى) নবিগণ বিভিন্ন পেশায় কাজ করেছেন। নবিদের পেশা: জ্ঞানী ব্যক্তি আদম (عليه وسلم), নৌ-স্থপতি নূহ (عليه وسلم), স্থপতি, প্রজেক্ট পরিচালক সোলায়মান (عليه وسلم), ইব্রাহিম (عليه وسلم), রাখাল, কৃষিকাজ মুসা(عليه وسلم), প্রশাসনিক কর্মকরতা, বিচারক, বক্তা দাউদ (عليه وسلم) , অর্থনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, রাষ্ট্রীয় কোষাগার রক্ষক ইউসুফ (عليه وسلم), শিক্ষক, কোচ সেনাপতি ও রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মাদ (صلى الله عليه وسلم)। আল-কুরআন (২:৩১,১২৭,১৫১; ১২:৫৫; ২০:১৮,৩৮:২০—২২; ৫৪:১৩)।

হাদিসে কুদসিতে আমাদেরকে হে আদম সন্তান সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমরা যদি পাখিদের মতো আল্লাহর (سبحانه وتعالى) উপর তায়াক্কুল অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারতাম, তাহলে পাখিরা যেভাবে খালি পেটে সকালে তাদের নীড় থেকে বের হয়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে নীড়ে ফেরে, আমাদেরকেও সেভাবে রিয্ক দেওয়া হতো। (জামে তিরমিজি: হা. নং-২৩৪৪)

রিয্কের বরাদ্দ জমিনে না, আকাশে। আর আসমানে (আল্লাহর কাছে) রয়েছে তোমাদের জন্য জীবিকা ও প্রতিশ্রুত সবকিছু (আল-কুরআন ৫১:২২) তাই নাবি ঈসা (عليه وسلم) আকাশ থেকে খাবারের টেবিল নাজিল করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন—আল্লাহর তরফ থেকে নির্দশনস্বরূপ—তা যেন হয় তাঁর উম্মাতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ, তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। (৫:১১৪)

আমরা আমাদের রিয্কের বরাদ্দ জানি না, আমাদেরকে কাজ করার নির্দেশ আল্লাহ (سبحانه وتعالى) দিয়েছেন। উমর (رضي الله تعالى عنه) এক ব্যক্তিকে ক্রমাগত কয়েকদিন মসজিদে বসে কুরআন পড়তে দেখে বলেছিলেন, সে কুরআনে যা পড়েছে তা যেন বাইরে গিয়ে কাজের মধ্যে প্রয়োগ করে।

তাই আমাদেরকে সৎকাজের মাধ্যমে রিয্কের চেষ্টা করতে হবে, যা বরাদ্দ তা আসবেই, যা বরাদ্দ নেই, তা কোনোভাবেই আসবে না। পেরেশান না হয়ে, তাঁর বাতলে দেওয়া পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে রিয্ক বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মূখ্যজ্ঞান করতে হবে।

নিজেকে ও মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করে এমন পেশা বা ব্যবসা নির্বাচনে নিজের হালাল উপার্জনের সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ নিহিত থাকে, সামগ্রিকভাবে সমাজ আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামবান্ধব হোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি, যেখানে মদ, গান-বাজনা ইত্যাদি থাকবে না। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা তো সুদবিহীন লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। উপার্জনের পাশাপাশি উম্মাহকে দ্বীন পালনে সহায়তা করার জন্য পাবেন অশেষ পুরস্কার। আল্লাহ তো উদ্দাত্ত আহ্বান দিয়েই রেখেছেন,

> "আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্যকে) অবিশ্বাস করেছে। তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।" আল-কুরআন (৭:৯৬)

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) রিয্ক বৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে কী কী করতে হবে তাও বর্ণনা করেছেন। রিয্ক বৃদ্ধির জন্য অন্তরের কাজসমূহ হলো: শুকরিয়া, ঈমান, শির্ক না করা, শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়া, আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া, তাকওয়া, পাপের অনুশোচনা, আল্লাহর দেওয়া বিধি-নিষেধ সহজে মেনে নেওয়া, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ইত্যাদি। আর বাহ্যিক কাজগুলো হলো: সালাত, আল্লাহর পথে খরচ, হাজ্জ, ওমরা, কুরআন পাঠ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ইসলামি শিক্ষায় সাহায্য, দ্বীনের জন্য হিজরত, বিবাহ করা, সন্তান নেওয়া, চেষ্টা করা, সুযোগ খোঁজা, সৎ হওয়া, ভ্রমণ করা, সকালে কাজ করা, লেনদেনে সতর্ক হওয়া। (৭:১০; ১৭:১২,৩১; ১৮:১৯; ২০:১৩২; ২৪:৩২; ৩৪:৩৯; ৩৫:২৯; ৭৩:২০)। জীবনের সত্যিকারের সফলতা ও বারাকাহ নির্ভর করে বর্ণিত এরকম নিয়ামকসমূহের অনুসরণের মাধ্যমে।

অস্থির না হয়ে আপনার রিয্কের দায়িত্ব যার হাতে তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখুন। আপনার দক্ষতাকে অনুসরণ করুন, স্বাধীন মডেল হোন, পেশাকে ইবাদাতে পরিবর্তন করুন, আল্লাহর কাছে সাহায্য ও পথনির্দেশ মিনতি করুন। ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করুন, সাফল্য অনিবার্য। একটু চিন্তা করুন তো, যিনি মায়ের পেটে আমাকে রিয্ক পৌঁছে দিতে পেরেছেন, তিনি কি এ দুনিয়াতে আমাকে না খাইয়ে মারবেন?

একই সাথে মুসলিম হিসেবে সফলতার জন্য ক্যারিয়ার বিষয়টি খুবই ঘনিষ্ঠ। সৃষ্টিকর্তার গাইডেন্সের পর, পার্থিব গাইড হিসেবে বইটি চমৎকার। স্বল্প পরিসরে রিস্ক হ্রাস/বৃদ্ধির আধ্যাত্মিক বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে এতে; আশা করি, পাঠক অবশ্যই উপকৃত হবেন, ইন শা আল্লাহ।

মেজর এ কে এম আহ্সান হাবিব, জি+ (অবঃ)
ইলাননুর পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

শুরু করার কোনো আগামীকাল নেই। শুরু করতে হবে আজ এখনই, বইটি হাতে নিয়ে আপনি শুরু করেছেন ক্যারিয়ার-এর মহাপথে যাত্রা, আপনাকে অভিনন্দন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিপুল অংশ বেকার। চাকরি বাজারে প্রতিযোগিতা অনেক তীব্র। এরপরেও দেশের বাইরে এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেশ হিসেবে আমাদের বিপুল সম্ভাবনার কথা বলছেন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন প্রধানত নির্ভর করবে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ও প্রকৃত ব্যবহারের ওপর। যথাযথ জনসম্পদ যেকোনো জাতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও তার সম্ভাবনাকে সঠিক কাজে লাগানোর ওপর নির্ভরশীল এ জাতির ভবিষ্যৎ। তবে এর চাইতে জরুরি হচ্ছ 'জনগণ'কে 'জনসম্পদ' হিসেবে গড়ে তোলা।

এখন থেকে এজন্যে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় শুরু হয়েছে। এই প্রস্তুতি সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মতো করে নিক। ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে প্রস্তুত করবেন একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী ক্যারিয়ার গঠন করতে। সর্বদা প্রতিযোগিতার মুখে যোগ্যতাই টিকে থাকার একমাত্র মাপকাঠি। নিজ সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে নিজেকে একজন দক্ষ ও চৌকশ কর্মী হিসেবে গড়তে পারলেই সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব। ব্যক্তিগত সাফল্যের হাত ধরে আসবে জাতির সম্মিলিত সাফল্য।

ব্যক্তির সাফল্যের প্রধান নিয়ামক হলো তার দক্ষতা। উপযুক্ত কাজের পরিবেশ ও দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ না পেলে ব্যক্তি তার সামর্থ্যের সঠিক ও পরিপূর্ণ প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটাতে পারে না। এজন্য যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে উপযুক্ত ক্যারিয়ার বা পেশা নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ বইতে আমার দীর্ঘ দিনের পেশাগত অভিজ্ঞতা, চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিদাতা হিসেবে টেবিলের উভয় পার্শ্বে অবস্থানের অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ সময় ক্যারিয়ার-বিষয়ক পড়াশোনা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতোমধ্যে পরিচালিত অসংখ্য ক্যারিয়ার-বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের আলোকে, একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী বাস্তবভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ার প্ল্যান তৈরির প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত হয়েছে।

এখানে ব্যবহৃত সকল তথ্য ও ধারণা আমার পঠন-পাঠন ও অভিজ্ঞতার নির্যাসসিক্ত, দেশীয় বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে "ক্যারিয়ার প্ল্যানিং" কোর্স পরিচালনা করতে গিয়ে আমি বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। নানান রকম ছাত্র, যুবক, বেকার, সাংবাদিক, ডাক্তার, অভিভাবকসহ নানা বয়সের নানা পেশার মানুষের ক্যারিয়ার ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের ধরন আমাকে এ কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। প্রতি কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর মাথায় রেখেই আমি বইয়ের বিষয়বস্তু সাজিয়েছি। আমার বিশ্বাস, মুক্তমন নিয়ে ক্যারিয়ার প্রত্যাশী যে কেউ বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং বইতে আলোচিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে সফল ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবেন।

আরও একটি কথা, আমার এই বইয়ের বিষয়বস্তু আমি বিশ্বের সমসাময়িক অন্যান্য প্রধান ক্যারিয়ার উন্নয়ন ধারণার সাথে মিলিয়ে নিয়েছি এবং প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানসিকতা ও মূল্যবোধের উপযুক্ত একটি কার্যকর পদ্ধতি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সুতরাং আপনি আস্থা রাখুন, জীবন-স্বপ্ন নির্মাণের একটি কার্যকর প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে যাচ্ছেন। আপনার সদিচ্ছাই আপনাকে সাফল্যের পথে অবিচল থাকতে সহায়তা করবে।

দীর্ঘ সময়ে নানাজন নানানভাবে আমাকে বুদ্ধি দিয়ে ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমার মেনটর প্রয়াত ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার সব সময়ই বইটি বের করার ব্যাপারে তাগাদা দিতেন। আমার ভাই রিজোয়ান রাজন, ও আমার জীবনসঙ্গী ফাহিমা তানজিয়া সব সময়ই আমাকে তাগাদা দিয়েছেন, বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। তামিমা সুলতানা-- ভাই এর স্ত্রী, মেধাবী চিত্রশিল্পী, প্রচ্ছদ এঁকে বইটির পূর্ণতা দিয়েছেন। আমি সকলের কাছে শুধু অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হয়েই রইলাম।

এ ছাড়াও অনেকের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। অনেক বই ও ইন্টারনেট ঘেঁটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি। আমার বন্ধুরা আমাকে ইউএসএ, ইউকে থেকে বই, সিডি কিনে পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে আমার কোর্সে যারা অংশ নিয়েছেন এ পর্যন্ত কম বেশি ১০০০ জন যারা আমাকে সব সময়ই ভালোবেসেছেন, আমার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে বইটি বের করার তাগিদ দিয়েছেন। বিভিন্ন পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে আমার লেখা ছাপিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

পরিশেষে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কাছে শুকরিয়া আদায় করে কামনা করছি, পাঠকরা নিজেদের জন্য সুন্দর ক্যারিয়ার গঠনে সমর্থ হোক, এই প্রচেষ্টা সামান্য হলেও তাদের উপকারে আসুক।

আপনাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সব সময়ই পথ চেয়ে রইলাম।

মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন খান

অধ্যায়-১

চাকরি নয়, ক্যারিয়ার চাই

বেতন বা মজুরির বিনিময়ে যে কাজ করা হয় তা-ই চাকরি। যেমন, আনাস একটি ট্রেডিং কোম্পানিতে মার্কেটিং বিভাগে চাকরি করছে। আবার হিরো একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় ভিডিও এডিটিং-এর কাজ করে। প্রত্যেকে তাদের শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পেয়ে থাকে। এরা প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত। এটাই প্রাথমিকভাবে তার চাকরি বা জব।

পেশা বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজের পদবি বা টাইটেলকে বুঝি। যেমন ডাক্তারি। একজন ডাক্তার দীর্ঘ সময়ে অনেকগুলো হসপিটালে কাজ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি চাকরি বদল করেন, পেশা বদল করেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে পেশাও বদল হতে পারে। ডাক্তারি না করে তিনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

এবার আমরা দেখবো ক্যারিয়ার বলতে কী বোঝায়। 'ক্যারিয়ার' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা শুধু চাকরি ও পেশাসংক্রান্ত অর্থগুলোই আলোচনা করছি। শাব্দিক অর্থে ক্যারিয়ার বলতে চাকরি ও পেশা দুটোই বোঝায়। শব্দটি মূলত অবসর এর বিপরীত অর্থ বহন করে। সাথে সাথে ব্যক্তির উদ্যম, গতি, প্রত্যাশা ও কর্মতৎপরতাও বোঝায়।

তা হলে যে চাকরিতে উদ্যম, গতি, প্রত্যাশা ও কর্মতৎপরতা রয়েছে তাকে আমরা ক্যারিয়ার বলবো। এগুলোর অভাব মানেই হতাশা, আলস্য ও অবসর। এ ধরনের চাকরিকে পারিভাষিক অর্থে ক্যারিয়ার বলা হয় না।

Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে Career অর্থ বলা হয়েছে, "ক্যারিয়ার হচ্ছে একটি চাকরি বা পেশা। বিশেষত, যেখানে উন্নতি বা পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।" এমনিতেও আমরা দেখি, যখন বলা হয় কেউ ভালো ক্যারিয়ারে আছে, আমরা বুঝি তিনি একটি সম্ভাবনাময় চাকরি করেন। সেখানে ভালো বেতন

পান, ভালো সুযোগ-সুবিধা এবং এর মাধ্যমে তার পেশাগত জীবনে আরও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য আমরা একটি বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ দিতে পারি।

> যে চাকরিতে উদ্যম, গতি, প্রত্যাশা ও কার্যতৎপরতা রয়েছে তাকে ক্যারিয়ার বলা হয়।

ওয়াসিফ দেশের নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক করেছে। একটি আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে ৪০ হাজার টাকা বেতনে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ওয়াসিফ চায় এমন একটি চাকরি, যা তাকে সাধারণ চাকরির চেয়ে বেশি কিছু দেবে। না, এটা কোনো টাকা-পয়সা কিংবা সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত ব্যাপার নয়। ওয়াসিফ চায় তার অর্জিত জ্ঞান হাতে-কলমে কাজে লাগানোর সুযোগ। দক্ষতাকে আরও শাণিত করে ধাপে ধাপে উপরে উঠার সুযোগ। তাই সে আইটি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকের চাকরিতে আগ্রহী হলো না। সে বুঝতে পারছে, এ চাকরি তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। এরপর আরও ৬ মাস অপেক্ষা করে ওয়াসিফ একটি সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়। বেতন ৩০ হাজার টাকা। আগের চেয়ে ১০ হাজার টাকা কম। এরপরও সে কেন এই চাকরিতে রাজি হলো?

> Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
>
> - Confucius

ওয়াসিফ যা চেয়েছে তা হচ্ছে একটি ক্যারিয়ার, চাকরি নয়। কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েট হিসেবে সে চায় এমন একটি পেশা, যা তাকে নিজের সৃজনশীল ক্ষমতা ব্যবহার করে ভালো কিছু করার সুযোগ দেবে। যেখান থেকে সে নিজের ভবিষ্যকে আরও উন্নত করতে পারবে। মেধা ও যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সে হয়ে উঠবে একজন দক্ষ পেশাজীবী। ফলে প্রথম প্রতিষ্ঠানটি তাঁর কাছে নিছক চাকরি মনে হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টি তার কাছে ক্যারিয়ার। যে পথে সে বেড়ে উঠবে। এখানে তার আচরণে আমরা ক্যারিয়ার মনস্কতার পরিচয় পাই। তবে হ্যাঁ, কারো কারো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের